মেহেরপুরে নানা আয়োজনে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

বৃহস্পতিবার (১৪ ডিসেম্বর) সকাল দশটার দিকে দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালনের লক্ষে গণকবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান ও মুক্তিযোদ্ধারা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনাসহ দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এসময় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম,স্থানীয় সরকার উপ-পরিচালক শামীম হোসেন,অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মুঃ তানভীর হাসান রুমান, সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোছাঃ রনী খাতুন, সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এস এম মিকাইল ইসলাম, সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম রাব্বানী সোহেল, সিভিল সার্জন ডা. মহী উদ্দিন আহমেদ,মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. জমির মো. হাসিবুস সাত্তার, বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক,বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম,বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি হাসানুজ্জামান মালেক,জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক সিরাজুম মুনির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

স্থাবর ও অস্থাবর কোন সম্পদ নেই মোখলেছুর রহমান মুকুলের

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুল। ইতোপূর্বে তিনি দুইবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দাখিল করলেও একবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন এবং আরেকবার তার মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছিলো।

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসক তার মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করলে আপিলের মাধ্যমে তিনি তার মনোনয়নের বৈধতা পান। তবে বর্তমানে তার কোন নগদ টাকা, ব্যাংক আমানত এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ কিছুই নেই।

মেহেরপুর-২ (সংসদীয়-৭৪) আসনে মোখলেসুর রহমান মুকুল আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন।দলীয় মনোনয়ন পেতে ব্যর্থ হওয়ার পর বিদ্রোহী হয়ে তিনি এবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করতে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় তার বার্ষিক আয়, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের যে বিবরণী দেওয়া আছে তার সাথে একাদশ ও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য মিলেছে।
বর্তমানে হলফনামা অনুযায়ী মোখলেসুর রহমান মুকুলের পেশা ব্যবসা। ব্যবসা থেকে তার বার্ষিক আয় হয় ২ লাখ টাকা। এছাড়াও তিনি কৃষি খাত থেকে বছরে আয় করেন ১ লাখ ৫৫ হাজার টাকা।

তার কোন নগদ ও ব্যাংকে জমাকৃত টাকা নাই।কোন স্বর্ণালংকার নেই, এমন কি কোন গাড়ি ও নেই। অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে মাত্র ৪৫ হাজার টাকার ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও ৮০ হাজার টাকা সমমূল্যের আসবাবপত্র। এদিকেন আর তার স্ত্রীর খবর ও অস্থাবর সম্পদ এমনকি নগদ টাকা,স্বর্ণালংকার কিছুই নাই।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় জমা দেয়া হলফনামাতে ব্যবসা থেকে তার বার্ষিক আয় ছিল ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা এবং কৃষি খাত থেকে তিনি বছরে উপার্জন করতেন ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা। তার নিজের ছিল ৩৬ হাজার টাকা সমমূল্যে ৫ ভরি স্বর্ণ, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ছিল ৪৫ হাজার টাকার ও আসবাবপত্র ছিল ৮০ হাজার টাকা সমমূল্যের।

সে সময় তার নগদ ২ লক্ষ টাকা ছিল এবং ব্যাংকে জমা ছিল ১ লাখ টাকা। এছাড়াও অন্যান্য খাত থেকে তিনি বছরে ১১ লাখ টাকা উপার্জন করতেন। অপরদিকে সে সময় তার স্ত্রী ছিল নগদ ১ লাখ টাকা, ৮০ হাজার টাকা সমান মূল্যের ২০ ভরি স্বর্ণালংকার, ৮০ হাজার টাকা সমাবুলের ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও ৪০ হাজার টাকা সমান মূল্যের আসবাবপত্র।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় মোখলেসুর রহমান মুকুলের স্থাবর সম্পদের মধ্যে তার ছিল নিজ নামে ২২ বিঘা কৃষি জমি ও যৌথ মালিকানায় ৩০ বিঘা কৃষি জমি, যৌথ মালিকান ১০ কাঠা অফিসে জমির

উপরে বসত বাড়ি, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একটি দালান, যৌথ মালিকানার একটি এপার্টমেন্ট এবং দুই বিঘা জমিতে খামার।

মুজিবনগরে পার্টনার স্কুল পরীক্ষার মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির আয়োজনে, পার্টনার স্কুলের পরীক্ষার পর মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার বিকেলে সিডিপির অফিস প্রাঙ্গনে এই মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর সিডিপি এর ম্যানেজার বিভব দেওয়ানের সভাপতিত্বে এবং সিডিপি এর সিনিয়র অফিসার (প্রোগ্রাম) রিফাত আল মাহমুদের সঞ্চালনায়, মূল্যায়ন সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন জাহিদ, মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম, (সাবেক) সহকারি প্রধান শিক্ষক আব্দুল হাই।

মূল্যায়ন সভায় অংশীদার বিদ্যালয় সমূহের প্রতিনিধিগণ (প্রধান শিক্ষক/শিক্ষক) এসএমসির সদস্য স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও ফলাফলের চিত্র, শিক্ষার্থীদের বার্ষিক উপস্থিতির গড় হার, প্রাতিষ্ঠানিক পরীক্ষার ফলাফলের চিত্র/পাবলিক পরীক্ষায় পাশের হার,এসএমসি মিটিং এর সংখ্যা এবং উপস্থিতির হার,অভিভাবক সভার সংখ্যা,শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে অভিভাবকদের সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে স্থানীয় কমিউনিটির ভূমিকা নিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠানের চিত্র উপস্থাপন করেন।

পরীক্ষার পর মূল্যায়ন সভায় গুডনেইবারর্স এর পার্টনার উপজেলার ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১জন শিক্ষক ও ১জন এসএমসির সদস্য অংশগ্রহণ করে।

মুজিবনগরে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মুজিবনগরে দরিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি(পিএসকেএস) আয়োজনে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে,ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে উপজেলার ভবানীপুর ফুটবল খেলার মাঠে এই ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি(পিএসকেএস) এর মোনাখালী ব্রাঞ্চের সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী হাসানুজ্জামান এর সভাপতিত্বে, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন,মোনাখালি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন,প্রবীন কমিটির সভাপতি আব্দুল মান্নান,মোনাখালি ইউনিয়ন পরিষদের ৫ নং ওয়ার্ড সদস্য মোমিনুর রহমান, মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইমন হাসান ও আজহারুল ইসলাম,বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক রকিবুল ইসলাম, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা (SDO)রহিম আক্তার, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (PSKS), সহকারী পরিচালক সাইফুল ইসলাম।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ

সমিতি(পিএসকেএস) এর ১৮টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষার্থী এবং মোনাখালি ইউনিয়নের উন্নয়নের যুবসমাজ অংশগ্রহন করে।

মুজিবনগরের বল্লভপুর ক্রিসমাস সেলিব্রেশন অনুষ্ঠিত

প্রাক্ বড়দিন উপলক্ষে ক্রিসমাস সেলিব্রেশন,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ এবং,বার্ষিক অনুষ্ঠান ও উপহার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে মুজিবনগরের বল্লভপুর আর্শীবাদ এজি স্কুল এন্ড হোপ সেন্টারে।

প্রাক্ বড়দিনের ক্রিসমাস সেলিব্রেশন উপলক্ষে বুধবার বেলা ১২ সময় বল্লভপুর আর্শীবাদ এজি স্কুল এন্ড হোপ সেন্টারের আয়োজনে, স্কুল প্রাঙ্গনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

স্থানীয় ইনচার্জ যাজক সরোজ মল্লিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা নবাগত নির্বাহী অফিসার আজগর আলী।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন, বল্লভপুর ডিনারীর ডিন রেভারেন্ট মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মি: বাবুল মল্লিক।

অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের সামনে নাচ পরিবেশন করেন স্কুলের শিক্ষাথী রচনা, মার্থা, মেরী অধরা, জয়িতা, অপর্না মেঘ, রাত্রী ও প্রত্যাশা।
অনুষ্ঠানের শুরুতে গান গেয়ে অতিথিবৃন্দকে স্বাগতম ও ফুলদিয়ে শুভেচ্ছা জানান স্কুলের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ, শুভেচ্ছা বক্তব্য ইংরেজী ও বাংলা কবিতা পাঠ,নাচ,গান প্রাক্ বড়দিন সম্পর্কে অতিথিদের কিছু কথা এবং পুরস্কার বিতরণের মধ্যদিয়ে শেষ হয় বল্লভপুর আশির্বাদ এ জি স্কুল

অ্যান্ড হোপ সেন্টারের ক্রিসমাস সেলিব্রেশনের অনুষ্ঠান।

মেহেরপুরে এবার স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানকে শোকজ

এবার নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে সাবেক সংসদ সদস্য ও স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানকে শোকজ করেছে মেহেরপুর-১ আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি।

বুধবার (১৩ ডিসেম্বর) মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এবং নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এইচ এম কবির হোসেন এ শোকজ করেন।

শোকজ নোটিশে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মেহেরপুর জেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. এস, এম ইব্রাহিম শাহীন নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটিতে লিখিত অভিযোগ করেছেন যে, আপনি সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী হয়েও গত ১ ডিসেম্বর শুক্রবার আমঝুপি বাজারে সিরাজ মেম্বারের সারের দোকানের সামনে নির্বাচনি জনসভায় অংশগ্রহন করে বক্তব্য প্রদান করেছেন। আপনি বক্তব্য প্রদানকালে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী ও আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট চোর বলেও আখ্যায়িত করেছেন। বিষয়টি বিভিন্ন অনলাইন নিউজ পোর্টাল সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনুসন্ধান করে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে।

এছাড়া ৬ ডিসেম্বর বুধবার আশরাফপুর জনকল্যাণ ক্লাব এবং আশরাফপুর হঠাৎপাড়া জহিরের দোকানের সামনে নির্বাচনি জনসভায় অংশগ্রহণ করে সংবদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরন বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ১১ (ক) ও ১২ লঙ্ঘন করেছেন মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়। আগামী ১৬ ডিসেম্বর শনিবার স্বশরীরে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেয়া হলো ।

মুজিবনগরের কোমরপুর বাজারে ভোক্তার অভিযান, দুটি ফার্মেসীকে জরিমনা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর ও মহাজনপুর বাজারে অভিযান চালিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় দুটি ফার্মেসীকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার।

আজ বুধবার দুপুরে ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন। দণ্ডিতরা হলেন- কোমরপুর বাজারের ইউসুফ ফার্মেসীর মালিক মনিরুল ইসলাম ও ভাই ভাই ফার্মেসীর মালিক আব্দুল জাব্বার।

সজল আহমেদ জানান, কোমরপুর বাজারে কয়েকটি ফার্মেসী প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। এসময় মেসার্স মেসার্স ইউসুফ ফার্মেসী নামক প্রতিষ্ঠানে পুর্বে সতর্ক করা সত্ত্বেও প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ র্যাকে সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো: মনিরুল ইসলামকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৫১ ধারায় ১৫ হাজার টাকা এবং মেসার্স ভাই ভাই ফার্মেসীর মালিক মো: আব্দুল জব্বারকে একই অপরাধ ও ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এর আগে পেয়াজসহ অন্যান্য পণ্যের মুল্যতালিকা ও ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার যাচাই করা হয়| তদারকিতে দেখা যায় সেখানে প্রতিকেজি পেয়াজ খুচরা বিক্রয় হচ্ছে ৭০-৮০ টাকায়।

পরবর্তীতে অভিযান চলাকালে সকল ব্যবসায়ীতে ভাউচার ও মুল্যতালিকা রাখার নির্দেশনা দেয়া হয় এবং সবাইকে ভোক্তা অধিকার বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয় এবং সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

অভিযানে সহযোগিতা করেন মুজিবনগর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম এবং মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম।

মেহেরপুরে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নি*হত ১, আহত ৪

মেহেরপুর-কাথুলী সড়কে দুটি মোটরসাইকেলেরে মুখোমুখি সংঘর্ষে বায়েজিদ হোসেন (১৮) নামে এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও চার জন।

আজ দুপুর ১ টার সময় কাথুলী সড়কের এবি ক্যাফে সংলগ্ন সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বায়েজিদ সদর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসি ইসমাইল হোসেনের ছেলে। সে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র। আহতরা হলেন-মনোহরপুর গ্রামের মিঠুর ছেলে মোকাদ্দেস, শহরের ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ পাড়ার সাহাবদ্দিনের ছেলে আরিফুল, সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের শহিদুল্লাহর ছেলে মহিদুল, আমিরুল ইসলামের ছেলে শ্রাবণ।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার সময় নিহত বায়েজিদ তার বন্ধু মোকাদ্দেন নিয়ে মোটরসাইকেল যোগে নিজ বাড়ি মনোহরপুর থেকে মেহেরপুর শহরে যাচ্ছিলেন। অপরদিক থেকে আরিফুল, মহিদুল ও শ্রাবণ অপর একটি মোটরসাইকেলে বিপরীতে দিকে যাচ্ছিলেন। কাথুলী সড়কের এবি ক্যাফের কাছে পৌছালে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে বায়েজিদ ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুটি মোটরসাইকের বাকি চারজন আহত হন। খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে নিহতের মরদেহ ও আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহতদের মধ্যে মোকাদ্দেসের অবস্থা গুরতর হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার এস আই মোমিন জানান, দুটি মোটরসাইকেলের দ্রতগতি ছিলো। ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। নিহতের সুরতহাল রিপোর্ট নেওয়া হয়েছে। পরবর্তিতে আইনগত

ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আই বাড়লেও সম্পদ কমেছে সাবেক সাংসদ আব্দুল গনির

মেহেরপুর-২ (সংসদীয়-৭৪) আসনে বিএনপি থেকে নির্বাচিত দুই বারের সাবেক সাংসদ মো: আব্দুল গনি। বিএনপি থেকে নমিনেশন না পেয়ে একবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেছেন।

একাদশ সংসদ নির্বাচনে তিনি এলডিপি থেকে মনোনয়ন দাখিল করলেও পরবর্তীতে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন। আর এবার তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তৃণমূল বিএনপি থেকে। একাদশ ও দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে তার ব্যবসা থেকে আই বৃদ্ধি পেলেও খুইয়েছেন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ। হারিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা ভাতা।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি তৃণমূল বিএনপি থেকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। যাচাই-বাছাইয়ের পর তাঁর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষিত হয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় তার বার্ষিক আয়, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের যে বিবরণী দেওয়া আছে তার সাথে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য মিলেছে।

বর্তমানে হলফনামা অনুযায়ী মোঃ আব্দুল গনির পেশায় ব্যবসায়ী। ব্যবসা থেকে তার বার্ষিক আয় হয় ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। তার অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে মাত্র ৩০ হাজার টাকার ইলেকট্রনিক সামগ্রী ও ৪৫ হাজার টাকা সমমূল্যের আসবাবপত্র। আর তার স্ত্রী রয়েছে ৮৫ হাজার টাকা সমমূল্যের স্বর্ণালংকার।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় জমা দেয়া হলফনামাতে ব্যবসা থেকে তার বার্ষিক আয় ছিল তিন লাখ ৩০ হাজার টাকা এবং মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বাবদ বছরে তার আয় ছিল ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। তার নিজের ছিল ১৫ ভরি স্বর্ণ, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ছিল ৪৫ হাজার টাকার ও

আসবাবপত্র ছিল ৩০ হাজার টাকা সমমূল্যের। অপরদিকে তার স্ত্রীর নামে ৩০ লাখ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট ছিল পাশাপাশি উপহার সূত্রে পাওয়া দুই ভরি স্বর্ণালংকার ছিল।

বর্তমানে আব্দুল গনির স্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে নামীয় শুধু একটি দ্বিতল বাড়ি। তবে তার স্ত্রীর বর্তমানে কোন স্থাবর সম্পদ নেই। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে হলফনামা অনুযায়ী তার স্ত্রীর গাজীপুরের জয়দেবপুরে ২ হাজার বর্গফুটের একটি দোতলা বাড়ি ছিল। আর আব্দুল গনির ৫ বিঘা কৃষি জমি, ঢাকার বনানীতে ২৮ লাখ টাকা সময় মূল্যের ৩ কাঠা ১৪ ছটাক অকৃষি জমির প্লট এবং গাংনীতে ১০ শতক জমির উপরে একটি দ্বিতল বাড়ি, যার মূল্য দেখানো হয়েছিল ২৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

গাংনীতে মসজিদ ভেঙে টিন লুট ভিন্ন মতাবলম্বীদের

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দী ইউনিয়নের মহব্বতপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় আহলে হাদীস মতবালম্বীদের মসজিদ ভেঙে লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। লুটপাটের অভিযোগে মামলাও হয়েছে হানাফি মাজহাবের কয়েকজন মতাবলম্বীর বিরুদ্ধে।

স্থানীয়রা জানান ২২ সালের ডিসেম্বর মাসে আহলে হাদিসের মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি ক্রয় করা হয়। গত অক্টোবর মাসে উক্ত জমিতে টিনের চাল ও বাঁশের বেড়া দিয়ে একটি মসজিদ তৈরি করা হয়। মসজিদ তৈরির পর থেকেই কয়েকজন ব্যক্তি মসজিদ ভাঙার পায়তারা সহ মসজিদ নির্মাণকারীদের নানা রকম হুমকি ধামকি প্রদান করে আসছিল।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ৯ ডিসেম্বর ফজরের নামাজের পর থেকে আহলে হাদিসের অনুসারীরা উক্ত মসজিদে নামাজ পড়া শুরু করলে তারা মসজিদ ভেঙে দেওয়ার হুমকি দেয়।

বিষয়টি নিয়ে আহলে হাদিসের সভাপতি হামিদুল ইসলাম রতন গাংনী থানায় একটি অভিযোগ করেন।

পরবর্তীতে ঐ দিনই মাগরিবের নামাজের পর মহব্বতপুর পশ্চিম পাড়ার মৃত রবিউদ্দিনের ছেলে আব্দুল খালেক, মৃত জমির উদ্দিনের ছেলে মোঃ ওহিদ আলী (৫৫), আব্দুল আজিজের ছেলে মোঃ মজনু আলী (৪০), আব্দুলের ছেলে মন্টু হোসেন (৫৫),আফসার উদ্দিনের ছেলে হাফিজুল ইসলাম (৫২), আব্দুল খালেকের ছেলে মারুফ হোসেন (৪০), মৃত রমজান আলীর ছেলে হোসেন (৫০), আব্দুল কাদেরের ছেলে রকিবউদ্দিন (৩৬), মৃত মনির ছেলে আবুল কালাম (৫০) সহ হানাফী মাযহাবের কয়েকজন আহলে হাদিসের মসজিদটি ভেঙে ফেলে। অতপর মসজিদের টিনের চালা সাথে করে নিয়ে যায় এবং চাটাই গুলো পাশের পুকুরে ফেলে দেয়।

পরে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মসজিদের টিন ও চাটাই উদ্ধার করে। আহলে হাদিস মসজিদ কর্তৃপক্ষের অভিযোগ অনুযায়ী পরবর্তীতে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।